বাজেট

২০১৭-২০১৮ অর্থবছর

সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট

Scanned by CamScanner

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সুধীজন, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, সহকর্মী কাউন্সিলর এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

শুরুতেই আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এ বছর আমি আমার প্রিয় নগরীর আমন্ত্রিত সুধী ও সাংবাদিক বন্ধুদের সমাবেশে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার সুযোগ পেয়েছি। ২০১৩ সালে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মহিমান্বিত সিলেট বিভাগের মূল নগরীকে নাগরিক প্রত্যাশা অনুযায়ী সাজানোর স্বপ্ন নিয়ে আমিও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। এই মহানগরীর সামগ্রিক উন্নয়নের স্বপ্ন আমার আগেও ছিল। মেয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে থেকে কাউন্সিলর হিসেবেও আমি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম। তাই অতীতের অর্জনকে সামনে রেখে নাগরিকদের সহযোগিতায় একটি আধুনিক নগরী গড়ে তুলতে শুরু করেছিলাম সুপরিকল্পিত কার্যক্রম। কিন্তু অনিবার্য কারণে আমার পথ চলা থেমে যায়। গত দুটি বাজেটই আমি উপস্থাপন করতে পারিনি। আজ আপনাদের উপস্থিতিতে বাজেট পেশ করার সুযোগ পেয়ে আমি সানন্দ চিত্তে আপনাদের সবাইকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আমন্ত্রণে আপনারা এসেছেন। সময় দিচ্ছেন, এ জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের প্রথম বাজেট ঘোষণার সময় আপনাদের আশ্বস্ত করেছিলাম যে, সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়ে নগরীকে নতুন সাজে সাজিয়ে তুলবো। আপনাদের সামনে আমার পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলাম। নগরবাসী আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত আমি কাজের জন্য মাত্র দেড় বছরের মত সময় পেয়েছি। আমার অনুপস্থিতির কারণে এই সময়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি। আশা করি বাস্তবতার নিরিখে আপনারা বিষয়টি বিচার করবেন। লক্ষ্য অর্জিত না হলেও আমি যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম এবং বছর খানেকের মধ্যে যে টুকু করতে পেরেছিলাম, তাতে সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। এর রেশ ধরে সহকর্মী কাউন্সিলরগণ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ আমার অবর্তমানে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। পেয়েছেন আপনাদের সহযোগিতা। এ জন্য আমি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের প্রতিনিধি আমার সহকর্মী কাউন্সিলরগণ এই সময়ে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। এই সময়ের যে টুকু অর্জন তার জন্য তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

সুহৃদ শুভাকাঙ্ক্ষী, স্বজন ও সুজন নাগরিকবৃন্দ,

আমি কারান্তরীণ থাকলেও প্রতি মুহূর্তে চিন্তা চেতনায় আপনাদের কাছেই ছিলাম। বন্দী দশায় আমার অন্তর দিয়ে পুরোমাত্রায় বুঝতে পেরেছি, দলমত নির্বিশেষে নগরবাসী আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন, আমার উপর কতটা আস্থা রেখে মেয়র নির্বাচন করেছিলেন। আমার মুক্তি ও সুস্থতার জন্য আপনারা মসজিদে মসজিদে দোয়া করেছেন। বক্তব্য বিবৃতি দিয়েছেন। এ সব জেনে আমার চোখের পানি আটকাতে পারনি। আমি কেঁদেছি, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসি তা হলে এই নগর, নগরবাসী এবং মানুষের কল্যাণে আমার জীবন উৎসর্গ করবো। আমি নগরবাসীর কাছে ঋণী। এই ঋণ শোধ করতে চাই– নগরবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিরলস প্রচেষ্টায়। আগামীতে সুযোগ পেলে আমার কাজের ভেতর দিয়ে আপনারা এর প্রমাণ পাবেন।

সুধীজন,

স্বতন্ত্র ঐতিহ্যে মহীয়ান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের সিলেট। সিলেটে যুগে যুগে জন্ম নিয়েছেন অনেক জ্ঞানী গুণীজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা অর্জন করেছেন সুনাম সুখ্যাতি। উজ্জ্বল করেছেন

Scanned by CamScanner

সিলেটের ভাবমূর্তি। এখানকার ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও দেশে বিদেশে প্রশংসিত। সম্পদের পাশাপাশি এখানে রয়েছে দর্শনীয় অনেক স্থান, পর্যটন স্পট। রয়েছেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী। বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডারে তারা বিপুল অবদান রাখছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও রয়েছে সিলেটবাসীর তুলনাহীন অবদান। ভারত বিভক্তির সময় গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে এই সিলেট-একটি সুন্দরতর জীবন রচনার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। তাই সিলেট বিভাগের মূল নগরবাসী একটি সুখী সুন্দর নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা সঙ্গতভাবেই লালন করে। এই প্রত্যাশা এখনো পূর্ণ হয়নি। তাই বলে আমাদের অর্জনও একেবারে শূন্য নয়। সিলেট এবং সিলেট নগরবাসী এখন যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন তা একদিনের ফসল নয়। আমাদের পূর্বসুরীদের কর্ম প্রচেষ্টায় আজ আমরা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছি। অধিকতর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করছি, দাবি জানাচ্ছি। বাজেট ঘোষণার সময় আমরা প্রতিবছরই সেই মহান কৃতি ব্যক্তিদের স্মরণ করি। পূর্বপুরুষদের মহৎ কল্যাণকর কর্মফলের জমিনে পা রেখেই আমরা এগিয়ে যাব।

সিলেট পৌরসভা গঠিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালে। দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় নগরীর বিস্তার ও উন্নয়নে অনেকেই শ্রম, মেধা ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর আমাদের জীবনে নতুন আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। এর আলোকে সিলেট এবং সিলেট নগরীর উন্নয়নে অবদানের জন্য আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সিলেটপ্রেমিক এম. সাইফুর রহমান, সাবেক স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, দেওয়ান ফরিদ গাজী, খন্দকার আব্দুল মালিক, রিয়ার এডমিরাল এম এ খানসহ সকল গুণীজনকে। আজ তাঁরা নেই কিন্তু তাদের কাজের সুফল ভোগ করে আমরা আজ আগামীর স্বপ্ন দেখছি। তারা আমাদের প্রেরণার কেন্দ্র। তাদের পথ ধরেই এখন আমাদের সঙ্গে আছেন সিলেটের গুণী পরিবারের সন্তান মাননীয় অর্থমন্ত্রী, সিলেট নগরীর উন্নয়নে আন্তরিক অকৃত্রিম ব্যক্তিত্ব আবুল মাল আবদুল মুহিত। নগরীর উন্নয়নে তিনি প্রথম থেকেই আমাকে সহযোগিতা, আদেশ উপদেশ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছেন। সহযোগিতা করছেন। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও জানাই কৃতজ্ঞতা। স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশে সিলেট পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন বাবুল, পৌর চেয়ারম্যান জনাব আ.ফ.ম কামাল এবং প্রথম মেয়র জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরানকে। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের সাবেক সকল কমিশনার ও কাউন্সিলরদেরও শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী, কর্ণেল এ আর চৌধুরী, মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরী, মেজর জেনারেল আব্দুল আজিজসহ শহীদদের যারা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের ত্যাগে অর্জিত স্বাধীন দেশে আজ আমরা সুন্দরতর জীবন রচনার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হোক।

সিলেটে কর্মরত সাংবাদিক বন্ধুদের নিয়ে আমরা বাজেট উপলক্ষে সমবেত হই। নগরীর সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় তারা লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করে আসছেন। সিটি কর্পোরশনের কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত করেন। আমাদের চলার পথে সঙ্গে থাকার জন্য সাংবাদিক বন্ধুদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বন্ধুগণ,

সুখ দুঃখ, হাসি কান্না নিয়েই আমাদের জীবন। চলার পথে তাই আমাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী বন্ধু বান্ধব ও বিশিষ্টজনের অনেকে আমাদেরকে ছেড়ে চিরতরে বিদায় নেন। সাম্প্রতিককালে এভাবেই আমরা হারিয়েছি সিলেটের অনেক প্রিয়জন। তাদের মধ্যে আছেন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান, রাজনৈতিক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ফারুক চৌধুরী, অপরাজেয় বাংলার ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি মাহবুবুর রব সাদী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর শামসুল হুদা, ওসমানী মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডা. আব্দুর রহিম, বিচারপতি জ্যোতির্ময় নারায়ণ দেব চৌধুরী, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বেলায়েত হোসেন খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শোয়েব আহমদ চৌধুরী, দৈনিক সিলেট বাণীর

Scanned by CamScanner

সম্পাদক জাহিরুল হক চৌধুরী, সাংবাদিক আব্দুর রাহমান, জাতীয় পার্টির নেতা সৈয়দ আবুল কাশেম মন্টু প্রমুখ বিশিষ্টজন। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা আরো যাদের হারিয়েছি-তারা হচ্ছেন ইয়াহইয়া চৌধুরী এমপির পিতা এডভোকেট আব্দুল হাই, সন্ত্রাসী হামলায় নিহত অনন্ত বিজয় দাশের বাবা রবীন্দ্র কুমার দাশ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শামসুল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য অসিত ভট্টাচার্য, ওসমানী মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যাপক ডা. সাদ উদ্দীন জায়গীরদার, শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোদাব্বির আলী, এডভোকেট মফিজুর রহমান বেগ, এডভোকেট মাজহারুল ইসলাম, এডভোকেট বদরুল হক, ভেটেরেনারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোছলেহ উদ্দিন, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সাবেক সভাপতি এম এ মুমিন, ভোলানন্দ নৈশ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক গিরীন্দ্র লাল দাশ ও প্রধান শিক্ষক মোঃ আছাদ মিয়া, সাবেক কাস্টমস্ কর্মকর্তা শাহ মোঃ মনির আলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রাকেশ ভট্টাচার্যের মাতা কল্যাণী ভট্টাচার্য, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা কৃপেশ ভট্টাচার্যের সহধর্মিনী সুপ্রভা ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সৈয়দ আবুল ফজল, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, জেলা যুবদলের অর্থ সম্পাদক জসিম উদ্দিন বাদল এবং সিটি কর্পোরেশনের সহকর্মী ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ তৌফিকুল হাদীর পিতা সৈয়দ তছলিম বখত, ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আহাম্মদ মোখলেছুর রহমানের মাতা আনোয়ারা বেগম, ১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ দিলওয়ার হোসাইন সজীবের পিতা মোঃ তোফাজ্জুল হোসাইন, ২৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ তৌফিক বকসের মাতা রেজিয়া খাতুন এবং কর্মকর্তা চন্দন দাশের মাতা প্রভাসিনী দাশ। বন্ধুগণ, শান্তির জনপদ সিলেটের ভাবমূর্তির বিপরীত আতিয়া মহলের আতংকজনক জঙ্গী আস্তানার ঘটনাটি নিশ্চয়ই মনে আছে। এ ঘটনায় নিহত র‍্যাবের গোয়েন্দা প্রধান আবুল কালাম আজাদ, ওসি মনিরুল ইসলাম ও চৌধুরী মোঃ কায়সারসহ নিহত সাতজনকেও আমরা আজ স্মরণ করছি। আমরা সকলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। তাদের মাগফেরাত ও আত্মার শান্তি কামনা করছি।

উপস্থিত সচেতন সম্মানিত সাংবাদিক ও সুধীজন,

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমার নির্বাচনী ইশতেহারে নগরীর বাস্তবানুগ আধুনিকায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট সময় আমি পাইনি। তবু প্রথম বছরেই আমাদের অর্জন নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সুধীজন,

বাজেট পেশ উপলক্ষে কর্পোরেশনের কার্যক্রম, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করার রেওয়াজ আছে। তাই সব সময়ই সমস্যা, সম্ভাবনার দিকেও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আমরা সবাই চাই নাগরিক জীবন সমস্যা মুক্ত হোক। সুস্থ সুন্দর হোক নগরীর পরিবেশ। এই প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব আপনারা নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়র ও কাউন্সিলরদের উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করার একটি সুযোগ নিয়ে আসে বার্ষিক বাজেট ঘোষণার এই সাংবাদিক ও নাগরিক সম্মেলন। তাই নগরীর সমস্যা এবং তা দূরীকরণে সিটি কর্পোরেশনের তৎপরতাও আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়। এতে আপনারা অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর পান এবং আমরাও কাজের পর্যালোচনার সুযোগ পাই। প্রতি বছর হয়তো একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়, বলতে হয় বারবার। এটি স্বাভাবিক এ জন্য যে আমাদের চাহিদা অনেক, সামর্থ্য সীমিত। এরই মাঝে অর্জনও আছে। নাগরিক হিসেবে এ সব বিষয়ে আপনারা অবগত হলে আমাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে, সহযোগিতার হাত আরো প্রসারিত হবে। এই পটভূমিতেই আমি এখন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি।

প্রিয় নগরবাসী,

এখন বর্ষা কাল। প্রতি বছরই এই সময় বাজেট পেশ করা হয়। তাই প্রথমেই নগরীর জলাবদ্ধতা প্রসঙ্গটি চলে আসে। আপনারা জানেন সিলেট বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। তাই বৃষ্টি হলেই নগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। অনেকের

Scanned by CamScanner

বাসাবাড়িতে পানি উঠে পড়ে। রাস্তা ডুবে যায়। নাগরিক জীবনে দেখা দেয় স্থবিরতা। বিষয়টি মুখে মুখে আলোচিত হয়। সমস্যাটির সমাধান কঠিন হলেও অসাধ্য নয়। মনে রাখতে হবে, এই নগরী এক দিনে গড়ে ওঠেনি। ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাসা বাড়ি মার্কেটসহ গড়ে উঠেছে নানাবিধ স্থাপনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই নগরী পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেনি। ১৮৭৮ সালে গঠিত সিলেট পৌরসভা ২০০২ সালে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। সিলেট এখন মহানগরী। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব অথবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবহেলার কারণে জন্ম নিয়েছে অনেক সমস্যা। জলাবদ্ধতা এর মধ্যে একটি। এ সমস্যা সমাধানে দায়িত্ব গ্রহণের পর পর আমি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। নগরীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নয়টি ছড়ার স্থানে স্থানে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি। নালা ছড়া দিয়ে পানি নেমে যাওয়ার পথে সৃষ্ট বাধা অনেক। কোথাও ব্যক্তিমালিকানাধীন বিল্ডিং ও স্থাপনা, কোথাও বর্জ্যসহ অন্যান্য কারণে ছড়ার চিহ্নও থাকেনি। গাভিয়ার খালের একটি স্থানে দীর্ঘদিন ময়লা আবর্জনা জমে রীতিমত ময়লার স্তুপ গড়ে উঠে এবং খালটি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় আমরা শুরু করি অভিযান। নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, গাভিয়ার খালের ময়লা আবর্জনা এক্সকাভেটর দিয়ে খনন করে আমরা গাভিয়ার খালের পানির প্রবাহ নিশ্চিত করেছি এবং সেই খালের পানিতে প্যাডেল বোট চালিয়েছি। অনেক স্থানে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা অনেকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন। নগরবাসীর এ সহযোগিতা আজ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আমাদেরকে এভাবে সহযোগিতা করায় আমি নিশ্চিত হই যে, নাগরিকরাও আধুনিক নগরী গড়তে এবং সমস্যা নিরসনে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। শুধু প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ। শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ছড়া, নালা নর্দমাগুলো বিঘ্নমুক্ত হলে জলাবদ্ধতা আর বড় সমস্যা হয়ে দুর্ভোগ সৃষ্টি করবে না। এ লক্ষ্যে হলদি ছড়াকে সচল করতে আমরা জমিও অধিগ্রহণ করি। এভাবে নাগরিক সহযোগিতা এবং সিটি কর্পোরেশনের সহকর্মীদের নিয়ে আমি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি তা সব মহলে প্রশংসিত হয়। এর ফলে আপনারা লক্ষ্য করেছেন বৃষ্টির পর জলাবদ্ধতা বেশি সময় স্থায়ী হয়না। অতীতের তুলনায় পরিস্থিতি এখন ভালো। তবে এখানেই আমরা থেমে যাইনি। স্থায়ী সমাধানে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। নগরীর নালা ছড়ার পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হবে। কিন্তু সেই নদীও ড্রেজিং না হওয়াতে ভরাট হয়ে গেছে। এতে ছড়ার পানি সহজে টানতে পারে না। এর সমাধান একা সিটি কর্পোশেনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই বলে আমরা থেমে থাকিনি। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে ইতোমধ্যে ২৩৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। প্রস্তাবটি যথারীতি সরকারিভাবে গৃহীত হয়েছে। ২০১ কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দ হয়েছে। একনেক-এ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলে তা অনুমোদিত হয়। এ জন্য আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুধীবৃন্দ,

পরিচ্ছন্ন নগরী আমাদের সকলের কাম্য। স্বাস্থ্যকর একটি পরিবেশে আমরা বসবাস করতে চাই। এ জন্য আমাদের সকলের করণীয় আছে। নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবন যাপনে নতুন নতুন উপকরণ যুক্ত হওয়ার কারণে নগরীতে ময়লা আবর্জনার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তাই সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বও বেড়েছে। আমি প্রথম থেকেই বিষয়টিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছি। বর্জ্যের উৎস হচ্ছে বাসাবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্লিনিক, হাসপাতাল প্রভৃতি। স্থানে স্থানে কর্পোরেশনের ডাস্টবিন আছে। ডাস্টবিন থেকে নিজ ব্যবস্থাপনায় কর্পোরেশন তা অপসারণ করে। নাগরিকরা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখলে তা পরিবেশ দূষিত করে। এ ক্ষেত্রে সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। অনেক পাড়া মহল্লায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন নিজ দায়িত্বে আবর্জনা আমাদের নির্ধারিত ডাস্টবিনে পৌছে দেয়। আমি এ সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। নগরীতে অনেক ক্লিনিক, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। আপনারা জানেন, ক্লিনিকেল ও মেডিকেল বর্জ্য স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক। যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে তা বায়ূদূষণ ঘটায়। বৃষ্টির পানিতে নদী ও জলাশয়ে মিশে যায়। এভাবে ক্যান্সার সহ নানা রোগের বিস্তার ঘটে। সিলেটে অমনিতেই ক্যানসারের প্রকোপ বেশি। এর ওপর এই

Scanned by CamScanner

ঝুঁকি থাকায় আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিকেই কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করি। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের গামবুট, গ্লাভস প্রভৃতি সরবরাহ করে প্রস্তুত করে তুলি।

কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের নজরদারি করতে গিয়ে দেখতে পাই সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীরাই নিজ উদ্যোগে রাতের বেলায় সিলেট মহানগরীর কিছু সংখ্যক ক্লিনিক, ডায়গনস্টিক সেন্টারের মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ করে। কর্পোরেশনের নজরদারির বাইরে এ ব্যবস্থা চলে আসছিল। আবার কিছু সংখ্যক ক্লিনিক হাসপাতাল এসব বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে দিচ্ছে। এই চিত্র দেখে আমি মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ভিন্নতা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি এবং সিটি কর্পোরেশন প্রেরিত তিনটি তিন রকমের রংয়ের ব্যাগে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করি। এছাড়াও আমি ক্লিনিক ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মালিক পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সবাইকে কর্পোরেশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করি। এ বাবদ তারা এখন ট্যাক্স দিচ্ছেন। এতে আমাদের আয় বেড়েছে এবং ব্যবস্থাপনাও অধিক কার্যকর হয়েছে।

এখন নগর, ক্লিনিক ও হাসপাতালের আবর্জনা রাতের বেলা অপসারণ করা হচ্ছে। শহরবাসী এখন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে জীবন শুরু করেন, মুক্ত স্বচ্ছ বাতাসে শ্বাস নিয়ে স্বস্তি লাভ করেন।

বর্জ্য সম্পর্কে আরেকটি বিষয়ে আমি পরিকল্পনা নিয়েছি। মেডিকেল ও ক্লিনিকের বর্জ্য আমাদের কর্মীরা বাসাবাড়ির বর্জ্যের সঙ্গে সংগ্রহ করে কর্পোরেশনের লালমাটিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে রাখে। কিন্তু মেডিকেল ও সাধারণ বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা অত্যন্ত মারাত্মক। ক্লিনিক, হাসপাতালের বার্ণ ইউনিট নেই। তাই এসব বর্জ্যের ক্ষতি ও ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য একটি ইনসিনেটার স্থাপনের প্রকল্প সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। চার থেকে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প তৈরীর জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, এ কাজটিও এ বছরের মধ্যে আমরা সম্পন্ন করতে পারবো।

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে আমরা বিগত ৫ আগস্ট একটি সেমিনারের আয়োজন করেছি। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি, বাংলাদেশ প্রকৌশল জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মোহাম্মদ আলমগীর, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ কে আব্দুল মোমেন, রিকার্সন টেকনলজির উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবঃ মুহাম্মদ আসাদ উদ্দিন এনডিসি পিএসসি, কানেকটিং কনসালটেন্ট এর চীফ এডভাইজার ড. ইশতিয়াক জামান, কারা মহা পরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মহাপরিচালক মাহফুজুর রহমান, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক ড মুহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড ঢাকা'র সদস্য মোঃ ফকরুজ্জামান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহা পরিচালক ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল, বিদ্যুত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক ড. এম এম সিদ্দিক সহ এই খাতের অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। সেমিনারে সিলেটের সুধীজনেরাও তাদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করেন। সেমিনারে সকল মহলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি আমাদেরকে আশান্বিত করেছে। আশা করছি সেমিনারে উত্থাপিত সুপারিশের আলোকে সরকারের সহযোগিতা নিয়ে দ্রুততার সাথে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করতে সক্ষম হবে সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

জাতির বিবেক সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

বিগত ৫ আগস্টের সেমিনারে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা কিভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায় সেই সম্পর্কেও একটি প্রেজেন্টেশন করা হয়েছিল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এবং নাগরিক সেবাগুলোকেও জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের সকল সেবা যাতে নাগরিকরা ঘরে বসে সহজেই নিতে পারেন সেজন্য আমরা আমাদের সকল সেবা অনলাইন ভিত্তিক করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আপনার নিশ্চয়ই অবগত আছেন নগরবাসী যাতে নগরভবনে এসে ধর্ণা দিয়ে হয়রানী না হন সেজন্য ইতোমধ্যে পানির বিল ও টেন্ডার প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ, ভবন

Scanned by CamScanner

অনুমোদনসহ সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেবায় ডিজিটাল সিস্টেম চালুর বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন আছে। এই সেক্টর নিয়ে যারা কাজ করেন সেইসব প্রতিষ্ঠানের সাথেও আমরা যোগাযোগ করেছি-আলোচনাও ফলপ্রসু হবে বলে আমরা আশাবাদী।

'নগর অ্যাপস' নামের এই সেবা চালু হলে সিলেটের সম্মানিত নাগরিকদের পাশাপাশি প্রবাসীরা উপকৃত হবেন। প্রবাসীরা বিদেশে বসেই অনলাইনের মাধ্যমেই তাদের বাসা বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর সংক্রান্তসহ অন্যান্য যাবতীয় তথ্য জানতে পারবেন। আবার অনলাইনেই প্রবাসীরা সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট আবেদন কিংবা আপত্তি উত্থাপন করে দ্রুত সমাধান লাভ করতে পারবেন।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্সসহ ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম নগরবাসী দ্রুততার সাথে প্রদানের লক্ষ্যে আমরা বিগতদিনে ওয়ান স্টপ সার্ভিসও চালু করেছি। নগরীর আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে ১৫দিন ব্যাপী ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেওয়া হয়েছিল, যাতে সম্মানিত নগরবাসীও অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন। সেখানে সম্মানিত নাগরিকরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা পেয়ে এই ধরনের ওয়ান স্টপ সার্ভিস অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। নগরবাসীর সেবা নিশ্চিত করতে এরকম নিত্য নতুন উদ্যোগ আমরা প্রতিবছর অব্যাহত রাখতে চাই।

সিলেটবাসীর জন্য আরেকটি দুঃখজনক তথ্য হচ্ছে এখন পর্যন্ত সিলেটে সুয়ারেজ সিস্টেম চালু করা সম্ভব হয়নি। অথচ একটি নগরীকে দুষনমুক্ত রাখার জন্য সুয়ারেজ সিস্টেম অত্যাবশ্যক। সিলেটের বাসাবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুয়ারেজ লাইন ড্রেনের সাথে সরাসরি যুক্ত, যার ফলে এসব দূষিত বর্জ্য ড্রেনের মাধ্যমে সরাসরি গিয়ে খালবিল, নদনদীসহ জলাধারে মিশে যাচ্ছে, ফলে আমাদের পরিবেশ হচ্ছে দূষিত। সুতরাং জলাবদ্ধতা নিরসনের পাশাপাশি সিলেট নগরীর স্বতন্ত্র সুয়ারেজ সিস্টেম চালু করা বর্তমানে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সাথেও আলাপ হয়েছে, এই বিষয়ে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং সংস্থার মাধ্যমে সিঙ্গেল সোর্স হিসেবে তাদের দিয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার জন্য মন্ত্রনালয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সিলেটে সুয়ারেজ সিস্টেম চালুর করার ব্যাপারে আমরা পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হব।

প্রিয় নগরবাসী,

নাগরিক বহুমুখী চাহিদার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি দৈনন্দিন জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পানি ছাড়া জীবন অচল। মহানগরীতে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মুক্ত পুকুর জলাশয় ভরাট হওয়ার ফলে সিটির পানি সরবরাহের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। সে তুলনায় পানি সরবরাহ অপ্রতুল। মহানগরীর লোকসংখ্যা এখন প্রায় দশ লক্ষ। বাসা বাড়ি, গৃহস্থালী কাজে পানির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হোটেল রেস্তোরা, মার্কেটসহ নতুন নতুন গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানেও পানি ব্যবহৃত হয়। এতে মহানগরীতে এখন পানির চাহিদা দৈনিক প্রায় আট কোটি লিটার। এ বাস্তবতায় আমরা উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা বাড়িয়েছি। এখন ৪০ টি নলকূপ এবং তোপখানাস্থ একটি পূরাতন ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে প্রায় চার কোটি লিটার পানি সরবরাহ করছি। ঘাটতি চাহিদার প্রায় অর্ধেক। এ অবস্থাটি অবশ্যই মেনে নেয়া যায় না। নগরীতে তাই এ সংকট তীব্র। নগরবাসীর এ দুর্ভোগ সম্পর্কে আমরা সচেতন। ঘাটতি পূরণের জন্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কুইটেকে স্থাপন করা হয়েছে। এটি এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি। এটি চালু হলেও ঘাটতি রয়ে যাবে। এ ছাড়া ক্রমান্বয়ে চাহিদাও বাড়ছে। নগরবাসীর দুর্ভোগ দূরীকরণে আমরা নিশ্চেষ্ট নই। অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ কল্পে নগরীর বাইরে সারি নদীতে ৫ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন প্রকল্প আমাদের রয়েছে। আমার অনুপস্থিতির কারণে এ প্রকল্পের কাজ বিলম্বিত হয়েছে। তিন শতাধিক কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এ প্রকল্প যথারীতি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। এখন এটি স্থাপনের সমীক্ষা (Feasibility study) প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দেশের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ইন্সস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এ সমীক্ষা কাজ চালাচ্ছে। সরকারের সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে পানির ঘাটতি বহুলাংশে কমে আসবে।

নগরবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে আমি ছিলাম, আছি এবং আগামীতেও থাকতে চাই। তাই আমার স্বল্পকালীন

Scanned by CamScanner

কার্যকালে যে সব পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, তা বাস্তবায়নে আমি সচেষ্ট আছি। প্রথম বছরের কাজের ধারাবাহিকতায় আমি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। পানির ঘাটতি পূরণেও তাই আমরা সজাগ। আপনারা জানেন, শুকনো মওসুমে নদীর পানি কমে যায়। এতে সরবরাহও বিঘ্নিত হয়। এ জন্য সারি নদী, চেঙ্গেরখাল ব্যবহার করার প্রকল্প আমরা নিয়েছি। এর বাইরেও আরেকটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। বন্ধুগণ, সমস্যা এবং নগরবাসীর চাহিদা আমাদের জানা আছে। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যথাশীঘ্র এর সুফল ইনশাআল্লাহ পাব।

সুধীজন,

আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেই নগরীর রাস্তাসমূহ প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেই। রাস্তা প্রশস্ত হলে এবং ফুটপাত থাকলে যানজট হ্রাস পায়, পথচারীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারেন। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে অসুবিধা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে গেছে। সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। আমি শুরুতেই রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং ফুটপাত নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমার অনুপস্থিতির পরও নগরীতে এ কাজটি চলমান ছিল এবং এখনো চলছে। এ জন্য কাউন্সিলরবৃন্দ ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রশংসার দাবিদার। আমরা অবশ্য এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকিনি। ইতোমধ্যে রিকাবিবাজার হতে মিরের ময়দান পর্যন্ত প্রশস্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মিরের ময়দান হতে সুবিদবাজার পয়েন্ট পর্যন্ত অবশিষ্ট কাজ শেষ পর্যায়ে। তাছাড়া চৌহাট্টা থেকে নয়াসড়ক পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি তিন চার মাসের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া নবাবরোড নিয়েও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এখানে রয়েছে এম.এ. জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। তাই রাস্তাটির গুরুত্ব অনেক। অবাধে লোক ও যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তুলতে আমরা চেষ্টা শুরু করেছি। নবাবরোড সংলগ্ন বাসিন্দাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। তারা আমাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাস্তাকে ৫৪ ফুট প্রশস্ত করণের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গেও কথা হয়েছে। খুঁটি অপসারণ করে রাস্তার প্রসার এবং এলাকার শোভাবর্ধনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করি। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়ায় পিডিবির চেয়ারম্যান, চীফ ইঞ্জিনিয়ার সহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সুধীজন,

হযরত শাহজালাল (রহ.) সহ ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেট। শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান অসংখ্য কৃতি পুরুষের জন্মস্থান সিলেট। এখানে রয়েছে অনেকগুলো দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান। তাই প্রান্তিক জেলা হলেও প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন সিলেট আসেন। তাদের চলাচল ও স্বচ্ছন্দ যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। নগরীতে চলাচল এবং বাইরে যাতায়াতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাস ও ট্রাক টার্মিনালের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। মহানগরীর অভ্যন্তরীন যানজট দূরীকরণে আমি প্রথম বছরে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলাম। পরীক্ষামূলকভাবে বন্দরবাজার এলাকায় রিকশার জন্য আলাদা লেন করেছিলাম। কিন্তু আমার উদ্যোগ বহাল থাকেনি। এখন আবার আমরা যানজট সমস্যা এবং লোকজনের সহজ চলাচলে সমস্যা দূরীকরণে পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছি।

প্রথমেই বাস টার্মিনেলের দিকে একটু নজর দেয়া যাক। বাস টার্মিনাল সাড়ে সাত একর জমি নিয়ে অবস্থিত। কিন্তু সে তুলনায় যানবাহন ও জনসাধারণের সুবিধা নিশ্চিত হয়নি। টার্মিনাল হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত স্থানীয় ও আন্তঃজেলা সড়ক যোগাযোগে বাসের সংখ্যা বেড়েছে। যাত্রী চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে বিদ্যমান কাঠামোতে সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা। বাস টার্মিনাল সময়ের দাবি অনুযায়ী আধুনিকায়নের প্রয়োজন। কিন্তু মধ্যখানে হকাররা মিলিতভাবে টার্মিনালের এলাকায় মার্কেট নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেয়। সে লক্ষ্যে তারা বেশ কিছু অগ্রসরও হয়। কিন্তু এখানে মার্কেট হলে বাস ও যাত্রী সাধারণের অসুবিধার দিকটি বিবেচনায় কর্পোরেশন শেষ পর্যন্ত ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের রায় অনুযায়ী এ ব্যাপারে কর্পোরেশন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাই হকার সমিতির টাকা ফেরৎ দিয়ে বাস টার্মিনালের আধুনিকায়নের প্রকল্প

Scanned by CamScanner

আমরা নতুনভাবে তৈরী করেছি। প্রকল্পটি আমরা সরকারী পর্যায়ে যথারীতি উপস্থাপন করবো।

যানজট এবং নগরীতে স্বচ্ছন্দ চলাচলের সঙ্গে ট্রাক টার্মিনালের বিষয়টি বেশ আগে থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে। ট্রাক শহরের যত্রতত্র বিচরণ করায় নগরবাসীর চলাচলে অসুবিধা হয়। সৃষ্টি হয় যানজট। ট্রাক টার্মিনালের জন্য বড় আকারের প্রকল্প আমাদের রয়েছে। পারাইরচকে ৮ দশমিক ৪ একর জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে প্রকল্প কাজ বিলম্বিত হলেও এবার আর দেরি নয়। কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কাজটি বৃহৎ পরিসরে হলেও ২০১৮ সালের মধ্যেই শেষ হবে ইনশাআল্লাহ। মাননীয় অর্থমন্ত্রীসহ আমরা ট্রাক টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর গত ২৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে স্থাপন করেছি। এটি চালু হলে ট্রাক সংশ্লিষ্ট দুর্গতি থেকে আমরা রেহাই পাব।

সম্মানিত নগরবাসী,

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদের একটি হচ্ছে সিলেট অঞ্চল। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে সিলেট মহানগরী। নগরীর আয়তন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে জনসংখ্যা এবং যোগ হচ্ছে নানা গতির বিচিত্র যানবাহন। এক সময় ফুটপাত ছিলনা। এখন ফুটপাত আছে। এর পরও যানজট এবং ফুটপাত দিয়ে চলাচলের সমস্যাটি সব সময় আলোচনায় আসে। ফুটপাত মুক্ত করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের উপর নাগরিকদের চাপ থাকে। ফুটপাতকে হকার মুক্ত করতে সবাই দাবি জানান। এ লক্ষ্যে অতীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা সামগ্রিক বিবেচনায় বাস্তবানুগ না হওয়াতে কার্যকর হয়নি। অতি সম্প্রতি ফুটপাত মুক্ত হওয়াতে বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। ফুটপাত সম্পর্কে আমি বিভিন্ন পেশাজীবী সংস্থা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে দু'টি বৈঠক করেছি। তাদের মূল্যবান মতামতের আলোকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, হকাররাও এই নগরীর অংশ, তাদের জীবিকার প্রয়োজন আছে। মানবিক দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। এখন ফুটপাত মুক্ত হওয়াতে নাগরিকবৃন্দ সন্তুষ্ট। কিন্তু হকারদের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। তাদের প্রতিও আমাদের কর্তব্য আছে। নাগরিক সমস্যা সৃষ্টি না করে তাদের পুনর্বাসনে অতীতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। লালদীঘির পার হকার মার্কেট গড়ে উঠেছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা, যথাযথ সচেতনতা এবং কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ না নেওয়ায় হকারদের পুনর্বাসন নিশ্চিত হয়নি। সত্যিকার হকারদের পুনর্বাসন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। হকার নয় এমন লোকজনও ঐ মার্কেটে ঠাই পেয়েছেন। অপর দিকে হকারদের সংখ্যাও বেড়েছে। এমতাবস্থায় এখন হকারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিষ্ক্রিয় নই। জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করে সত্যিকারে হকারদের পুনর্বাসনে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। ঐ লালদীঘির পার মার্কেটে উন্মুক্ত শেড নির্মাণ করা হবে। আগে যারা বৈধভাবে বরাদ্দ পেয়েছেন তারা বহাল থাকবেন। এতদিন যারা ফুটপাতে ছিলেন তাদের পুনর্বাসন হবে ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা যাতে নিজেদের সামনের ফুটপাত মুক্ত রাখেন, সে জন্য চেম্বার আমাদের সহযোগিতা দিবে। এতে যে কোনো সময় উচ্ছেদের ঝুঁকি থেকে হকাররা নিরাপদ থাকবেন। হকারদের বেঁচে থাকার অবলম্বন অবশ্যই প্রয়োজন। একই সঙ্গে এই নগরীর সুযোগ সুবিধা রক্ষায়ও তাদের দায়িত্ব আছে। কারণ তারাও এই নগরীর সুখ-দুঃখ, সুবিধা অসুবিধার সমান অংশীদার। লালদীঘির পার হকার মার্কেট নিয়ে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তা বাস্তবায়নে আমি সকল মহলের সহযোগিতা চাই।

সুধীমণ্ডলী,

আলোকিত নগরীর স্বপ্ন আমরা সবাই লালন করি। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুমুখী কার্যক্রম। নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, নগরীতে স্থানে স্থানে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুঁকিপূর্ণ তার-এর জঞ্জাল সরানো এবং নিরাপদ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে চৌহাট্টা থেকে বন্দর পয়েন্ট পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইনের জন্য দরপত্র আহবান করি। কাজও অগ্রসর হয়েছিল। ক্যাবল ক্রয় করে প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনে শুরু হয়

Scanned by CamScanner

অনাকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়। আমার অনুপস্থিতিতে পিডিবি ঐ প্রকল্প বাতিল করে দেয়। তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। প্রকল্পটি পিডিবি নতুনভাবে গ্রহণ করেছে।

এ ব্যাপারে আরেকটি বিষয় সকল মহলের স্মরণ রাখা উচিৎ। জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিংহভাগ সরবরাহ করে সিলেট। তাই আলোর নীচে অন্ধকার নিতান্তই দুঃখজনক। এ জন্যই সিলেটে ঘন ঘন লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ বিঘ্ন মেনে নেয়া যায় না। এই সমস্যা দূরীকরণে আমরা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগও অগ্রসর হয়েছিল। এ সম্পর্কে জাতীয় প্রচলিত নীতি মেনেই আমরা পদক্ষেপ শুরু করি। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে নগরীর বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ করে বাড়তি উৎপাদন জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হতো। কিন্তু আমার অনুপস্থিতির কারণে এটি সম্পন্ন করা হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে আমরা নতুন ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই এ কাজ শুরু করতে পারবো।

সুপ্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

সিলেট ঐতিহ্যবাহী নগরী। প্রবাসীবহুল এবং পর্যটন ও দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান সমূহের কারণে দেশি-বিদেশিদের কাছে পৃথক মর্যাদার অধিকারী। এই সিলেটের বিভাগীয় নগরীর প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নগরভবন। কিন্তু সিলেটের ঐতিহ্য মর্যাদা ও স্বাতন্ত্রের সঙ্গে নগরভবনের স্থাপত্যরীতি যথাযথ হয়নি বলে আমি মনে করি। যুগপোযোগী, দৃষ্টিনন্দন ভবনে কর্পোরেশনের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে-এটি আমাদের সকলের কাম্য। তাই নগরভবন আধুনিকায়নের জন্য আমরা স্থপতি, নগরবিদ ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি।আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেই কয়েক মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অপরিকল্পিত নগরীকে আধুনিক রূপদানের মাস্টার প্লান ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। নগরীর সার্বিক উন্নয়ন, নগরবাসীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সহ আনুষঙ্গিক কাজের জন্য একটি কমিটিও গঠন করেছিলাম। নগরীর আয়তন বাড়ছে। বাড়ছে জনসংখ্যা এবং নাগরিক চাহিদা। এ সব দিক সামনে রেখে খ্যাতিমান প্রকৌশলী ও নগর পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত কমিটিতে বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীরা ছিলেন। আমরা প্রকল্পও গ্রহণ করেছিলাম। সিলেটের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে একটি সেমিনারও হয়েছিল। এই সেমিনারে মূল্যবান দিকনির্দেশনা ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে যে, কাজ শুরু হতে না হতেই আমাকে চলে যেতে হয় কারান্তরালে। ফলে আমার অনুপস্থিতিতে স্থবিরতা দেখা দেয়। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ যতটুকু সম্ভব সেই সেমিনারের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন। আমরা এবার নতুন উদ্যমে সেই কাজ শুরু করেছি। চাই আপনাদের সহযোগিতা।

প্রিয় নগরবাসী,

সিলেট নগরীতে অনেক বহুতল ভবন বিপনী বিতান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে নগরীর কেন্দ্রস্থলে নগরভবন সংলগ্ন হাসান মার্কেট এখন অনেকের চোখেই সেকেলে ঠেকে। আপনারা জানেন, গোবিন্দচরণ পার্কে এক সময় নগরীর চাহিদানুযায়ী এই মার্কেট নির্মিত হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে নির্মিত এ মার্কেট অতীতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। কেনাকাটা ছিল জমজমাট। সেই সময় এ মার্কেটই ছিল আধুনিক। কিন্তু এখন দৃষ্টিনন্দন অন্যান্য মার্কেটের প্রসারে এটি জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে। মার্কেটটি নগরীর কেন্দ্রস্থলে হওয়াতে এর গুরুত্ব অনেক। এটি নতুন করে সাজানোর জন্যে সিটি কর্পোরেশন বেশ আগেই ব্যবসায়ীদের সম্মতিক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অন্যান্য অনেক প্রকল্পের মতই এটিও আলোর মুখ দেখেনি। এ মার্কেট আধুনিকায়নের জন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তিও হয়েছিল। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করে এ দিকে মনযোগ দান করি। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে চুক্তি নবায়ন করেছি। ব্যবসায়ীরা শর্ত মেনে নিয়েছেন। আমি তাদের এ জন্য ধন্যবাদ জানাই। হাসান মার্কেট দৃষ্টিনন্দন হোক এটি আমরা সবাই চাই। আশা করি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

Scanned by CamScanner

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ ও নাগরিক সুধীজন,

নগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা বিধানেও সিটি কর্পোরেশনের করণীয় আছে। আপনারা জানেন, সিলেট ভূমিকম্প জোনে অবস্থিত। ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধের ক্ষমতা আমাদের নেই কিন্তু সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারি। সিলেট নগরীতে এ কাজটি অতীব জরুরী। কারণ বিশাল বিশাল বহুতল ভবন ও বিপণী বিতানের বেশির ভাগই অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে। ঝুঁকিপূর্ণ এ সব ভবনের অনেকগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করেছে। এ ক্ষেত্রে বিপর্যয় হলে উদ্ধার কাজ সহজ করার জন্য সিটি কর্পোরেশন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফায়ার সার্ভিসের অবাধ ও দ্রুত চলাচলের জন্য রাস্তা প্রশস্তকরণ আবশ্যক। আমরা ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে বেশ কিছু কাজ করেছি। অনেক গুলো রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে। এ কাজে নাগরিকদের সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। সচেতন সংশ্লিষ্ট নাগরিকবৃন্দের অনেকে ত্যাগ স্বীকার করে বিরল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বসতঘর, রান্নাঘর ভেঙেও কেউ কেউ আমাদের সহযোগিতা করেছেন। এ সব জায়গা অধিগ্রহণ করলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হতো। আমি নিশ্চিত যে, সিলেট নগরবাসী স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য আগ্রহী। আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ করে প্রবাসী সিলেটীদের এ জন্য নগরবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং বাকী কাজে সহযোগিতার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বন্ধুগণ, ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। এই প্রার্থনা আমরা সবাই করি। কিন্তু আমাদের পক্ষে যা করণীয় তাও করতে হবে। তাই আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বছরেই বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আমরা আরবান রেজিলেন্স প্রজেক্ট গ্রহণ করি। যোগাযোগ ও আলোচনার ফলে অর্থ বরাদ্দ এবং কাজের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। কিন্তু আমার অনুপস্থিতির কারণে বরাদ্দ কমেছে। মুক্ত হওয়ার পর আমি এই প্রজেক্টের কাজ চালুর সুবিধার্থে নগরভবনে তাদের জায়গা করে দিয়েছি। তাদের প্রস্তুতি আছে। এ ছাড়া ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে উদ্ধার অভিযানে ব্যবহারযোগ্য যানবাহন ও প্রয়োজনীয় উপকরণও সিটি কর্পোরেশনে মওজুদ রয়েছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সিলেট নগরীর সমস্যা অনেক। নগরীর আধুনিকায়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আর্থিক সঙ্গতি। আয়ের খাতও আমাদের আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতার অভাবে কর্পোরেশন ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নগরীর মালিকানাধীন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা যথাযথ ভাবে করা হয়নি। অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধারেও অতীতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে আমরা এ ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের উদ্ধার কার্যক্রম চলমান। সহযোগিতার জন্য নাগরিকদের ধন্যবাদ জানাই।

আপনারা জানেন, সিটি কর্পোরেশনের কয়েকটি মার্কেট আছে। এর মধ্যে সান্ধ্যবাজার, কাঙ্গালি মার্কেট, শিবগঞ্জ কিচেন মার্কেট উল্লেখযোগ্য। এসব মার্কেট থেকে আমাদের আয় প্রত্যাশিত মাত্রায় হচ্ছে না। আম্বরখানা পয়েন্টে ইতোমধ্যে সিটির মালিকানাধীন জায়গা উদ্ধার করে মার্কেট নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এছাড়াও দর্শন দেউড়িতে ৪ শতক, দাড়িয়াপাড়ায় ৮ শতক, কুমারপাড়ায় ১০ শতক বেদখল জমি উদ্ধার করা হয়েছে। আয়ের খাত বৃদ্ধির জন্য আমরা কমিউনিটি সেন্টার, সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনেরও চিন্তাভাবনা করছি। এ প্রসঙ্গে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা সহ ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং নানা কাজে দীর্ঘসূত্রিতা লাঘব করার জন্য আমি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, শিক্ষাদীক্ষায় সিলেট অঞ্চল এক সময় শীর্ষে ছিল। সেই ১৯৫২ সালের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিতের গড় হার ছিল শতকরা ১৮ দশমিক ৪। তখন সিলেটে এ হার ছিল সর্বোচ্চ ২৪ দশমিক ৮। কিন্তু মধ্যখানে নানা কারণে সিলেট পিছিয়ে পড়ে। আশার কথা, সিলেটে এখন শিক্ষার

Scanned by CamScanner

প্রতি মনযোগ বেড়েছে, হারও বেড়েছে। সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারেও নাগরিকদের সহযোগিতায় সচেষ্ট। আমার মেয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে ভোলানন্দ নাইট হাইস্কুল ও বর্ণমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনায় ছিল। আমার স্বল্প সময়ে তিনটি যথাক্রমে আখালিয়ায় বীরেশ চন্দ্র হাইস্কুল, মীর্জাজাঙ্গালে জুনিয়র হাইস্কুল এবং চারাদিঘীরপাড় মজলিস আমিন সিটি বেবিকেয়ার একাডেমির দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এগুলোতে যথারীতি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে চলছে। চারাদীঘির পার বেবিকেয়ার একাডেমি ভবনের কাঠামোগত উন্নয়নে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ভারত সরকারের অনুদানের টাকায় এ ভবনটি পাঁচ তলা করার প্রস্তুতি চলছে।

সিলেট নগরীতে বিগত এক দশকে অনেকগুলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কলেজও আছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এখন প্রশংসনীয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে। তবে বিশেষজ্ঞ মহলে শিক্ষার মান নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অনেক প্রশ্ন আছে। এ বাস্তবতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। সেলে মনোনীত বিদগ্ধজন নগরীতে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করবেন। এতে সমস্যা এবং সমাধানের পরামর্শ থাকবে। আমরা এটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবো। আশা করি এতে আমাদের শিক্ষাঙ্গন উপকৃত হবে।

জেনে খুশি হবেন যে, এবার সিটি কর্পোরেশন ২৫ কোটি টাকা ভারত সরকারের অনুদান পেয়েছে। বেবিকেয়ার একাডেমি ছাড়াও এই অর্থে সুইপার কলোনি নির্মাণ করা হবে। কাষ্টঘরে সিটির সুইপার কলোনির পাশে জায়গা আছে। এখানেই নতুন ভবন হবে। ভারতীয় এ অনুদানের টাকায় ধোপাদীঘি পুনঃখনন, চারদিকে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, মাঝখানে ভাসমান রেস্টুরেন্ট করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। দরপত্র আহবান করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। এতে এ দীঘির শোভাবর্ধন হবে এবং কর্মব্যস্ত নগরবাসী অবসরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবেন।

প্রিয় নগরবাসী ও সাংবাদিক বন্ধুগণ,

তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে আমাদের জীবনের প্যাটার্ণ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেশ কিছু পরিকল্পনা আমি গ্রহণ করেছিলাম। আমার সহকর্মীরাও এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। সিটি কর্পোরশনে একটি ডিজিটাল তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন, সিটির তরুণ প্রজন্মের জন্য ফ্রি পাবলিক ওয়াইফাই জোন স্থাপন সহ বেশ কিছু কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমার বন্দী দশার জন্য তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে ইতোমধ্যে কিছু অনলাইন সেবা চালু হয়েছে। কর্পোরেশনের নতুন অ্যাপস-'নগর অ্যাপস' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নাগরিকবৃন্দ ঘরে বসেই সকল সেবার আবেদন করতে পারবেন। ট্রেড সাইসেন্স সংক্রান্ত নোটিফিকেশন গ্রাহকদের মোবাইলে এস এম এস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি পরিশোধের সেবা চালু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের 'এ টু আই' প্রকল্পের সহায়তায় সকল ওয়ার্ডে সিটি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন, পাসপোর্ট আবেদন, বি আর টি এর লাইসেন্স আবেদন ইত্যাদি সেবা এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

আমরা চাই যুগোপযোগী পদ্ধতিতে নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত হোক। সেবা সমূহকে অন লাইনে নিয়ে আসার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। অন লাইনে বিল আদান প্রদান এবং পরিশোধের ব্যবস্থা চালু হবে শীঘ্রই।

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা জানেন, নাগরিক চাহিদানুযায়ী সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুধু কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় দিয়ে সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সরকারের ও বিভিন্ন সংস্থার দান অনুদান প্রয়োজন হয়। এর পরও নিজস্ব আয়ের খাতও রয়েছে। স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই আয় নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সিলেট সিটি কর্পোরেশন সচেতন নাগরিকবৃন্দের সহযোগিতায় একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বছরেই কর্পোরেশনের আয় অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। আমার ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট বক্তব্যে আমি এ

Scanned by CamScanner

ব্যাপারে আপনাদের অবহিত করেছি। সেই ধারাবাহিকতায় আমার অনুপস্থিতির সময়েও আপনারা সহযোগিতা বজায় রেখেছেন। আমি অন্তরের সমগ্র একাগ্রতায় এ জন্য নগরবাসীকে মোবারকবাদ জানাই। অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত হলে নাগরিকবৃন্দ রাজস্ব পরিশোধে মোটেই কার্পণ্য করেন না। অনাদায়ী রাজস্বের জন্য আমি নাগরিকদের দোষারোপ করি না। নগরবাসীর মানসিকতা ইতিবাচক এবং প্রশংসনীয়। আমার অবর্তমানেও এ পর্যন্ত রাজস্ব পরিশোধের ধারা বহাল রয়েছে। অতীতে অনাদায়ী রাজস্ব ছিল বিপুল এবং হতাশাজনক। এর জন্য আমি মনে করি কর নির্ধারণে বৈষম্য, অসামঞ্জস্যই ছিল বড় কারণ। আইনানুগ, ন্যায়সঙ্গত কর বোঝা নয়, সিলেটবাসী এটি প্রমাণ করেছেন। আগামীতেও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের এই সুচেতনা বজায় থাকুক-এই প্রত্যাশায় আমার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত কর্পোরেশনের আয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

সিলেট সিটি কর্পোরেশন
রাজস্ব আয়ের বিবরণী

বিগত ৫ বছর		বর্তমান ৫ বছর	
অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	অর্থ বছর	রাজস্ব আয়
২০০৭-০৮	১২,৮৩,২৬,০৩৯/- টাকা	২০১২-১৩	১৭,৩৫,০০,২৬৭/- টাকা
২০০৮-০৯	১৩,৩৭,৯৮,৩১০/- টাকা	২০১৩-১৪	৩৩,২১,৯৪,১২৪/- টাকা
২০০৯-১০	১৪,৮৪,০৩,১০৯/- টাকা	২০১৪-১৫	৩২,১৩,৪০,২৮০/- টাকা
২০১০-১১	১৭,০৪,২৮,৩৮৩/- টাকা	২০১৫-১৬	৩৭,৪২,০০,২৩০/- টাকা
২০১১-১২	১৯,০২,৬৫,৭৭২/- টাকা	২০১৬-১৭	৪১,৮২,৩৯,৪৫৬/- টাকা

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,
সিলেট অঞ্চলের প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে তারা আগ্রহী। কিভাবে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর পর প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। একই সঙ্গে নগরীতে তাদের বিনিয়োগ ও সিটির সেবা সহজে প্রাপ্তির বিষয়টিও আমরা চিন্তাভাবনায় রেখেছিলাম। আমার পরিকল্পনা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। দৃশ্যের বাইরে চলে যেতে হয় আমাকে। তবু প্রবাসীদের সেবা দ্রুত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস চালু করি। তারা দেশে আসেন স্বল্পসময়ের জন্য। তাই কর্পোরেশনের সেবা পেতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারস্থ হন। এতে অনেকে বিড়ম্বনার শিকার হন। এ জন্য আমরা অনলাইন সার্ভিস সিস্টেম চালু করেছি। আগামীতে সুযোগ পেলে প্রবাসীদের নিয়ে আমার পরিকল্পনা কাজে লাগাব। এতে নগরীর উন্নয়ন হবে এবং প্রবাসীরাও উপকৃত হবেন।

বন্ধুগণ! সিটির আয়তন, জনসংখ্যা এবং সেবার খাত ও চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য দক্ষ জনবল দরকার। কিন্তু কর্পোরেশনে রয়েছে কর্মকর্তা কর্মচারীর অভাব। আমরা স্বনির্ভর নই। সরকার এ বিষয়টি বিবেচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে নাগরিক সেবা দ্রুত নিশ্চিত হবে। কল্যাণ হবে সকলের।

বন্ধুগণ,
সিলেট অঞ্চল নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সমগ্র দেশে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে গণ্য। লক্ষ্য করলে দেখবেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কোথাও শুধু পাহাড় পর্বত, কোথাও শুধু খাল বিল নদী অথবা সমতল ভূমি। কিন্তু সিলেট এ ক্ষেত্রে ভৌগোলিক স্বাতন্ত্রে ব্যতিক্রম। সিলেট বিভাগে সবুজ শ্যামল চা বাগান, বিল ঝিল হাওর, টিলা পাহাড়, সমতল ভূমি সবই আছে। আছে প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় পবিত্র আবেগমাখা দর্শনীয় স্থান। তাই দেশি বিদেশি

Scanned by CamScanner

পর্যটকদের আনাগোনাও সব সময় লেগে আছে। সিলেট বিভাগের কেন্দ্র হচ্ছে এই নগরী। তাই পর্যটকরা এখানে পদার্পণ করেন। আমি অনেক আগে থেকেই এই নগরীকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে আসছি। নগরীর শোভাবর্ধনে কিছু কিছু কাজে হাতও দিয়েছিলাম। সুযোগ পেলে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেব। রিংরোড নির্মাণ, মোটেল তৈরী, পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান এবং সুরমা নদীর তীরকে দৃষ্টিনন্দন সাজে সাজানোর ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেলে এবং নগরবাসী আমাকে সুযোগ দিলে এ ক্ষেত্রেও ইনশাআল্লাহ নজীর সৃষ্টি করতে পারবো।

সুধীবৃন্দ,

পুণ্যভূমি সিলেট শান্তি ও সম্প্রীতির জনপদ হিসেবে সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। সকল ধর্ম ও মতের সহাবস্থান এবং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি অতীতে ছিল, এখনো আছে। রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিভিন্ন দলমতের সৌহার্দ্য অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি। সমগ্র জেলা ও বিভাগের কেন্দ্র হচ্ছে সিলেট নগরী। তাই সকল অঙ্গনে সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখার মূল দায়িত্ব আমাদের বহন করতে হবে। সিলেটের এই মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি ও লালনে যারা অবদান রেখেছেন-আমরা তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। হযরত শাহজালাল (রহ.) সহ ৩৬০ আউলিয়ার কর্মভূমি এই সিলেট শ্রীচৈতন্যেরও পিতৃভূমি। ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার এখানে যেমন হয়েছে তেমনি হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চাও হয়েছে। সিলেটে দেশি বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। তাদের আগমন ও অবদানে সিলেটের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়েছে। এসেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে। শহরতলীর মাছিমপুরে মনীপুরী পল্লী পরিদর্শন করেছেন। কবির স্মৃতি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে তা করতে পারিনি। এখন নতুন করে কাজ করবো। একইভাবে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম ১৯২৬ ও ১৯২৮ সালে দু'দুবার সিলেট এসেছেন। তাদের স্মৃতি লালন আমাদের সুকুমার চেতনা শাণিত করবে।

ধর্মের প্রচার প্রসার এবং ইসলামের সাম্য সম্প্রীতির বিকাশে এ অঞ্চলের আলিম উলামা কার্যকর অবদান রেখে চলেছেন। এখানকার ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশের ইতিহাসে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনীর নাম ঘরে ঘরে এখনো পরিচিত। সিলেটের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। সেই ১৯২২ সাল থেকে তিনি সিলেটের সঙ্গে সম্পর্কিত হন। প্রথম দিকে একটানা তিন বছর অবস্থান করেন। পরে ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিবছর রমজান মাসে সিলেট আসতেন। তাঁর কেন্দ্র ছিল ঐতিহাসিক নয়াসড়ক মসজিদ। আজও এই প্রখ্যাত বুজুর্গের স্মৃতি সিলেট নগরীতে সজীব রয়েছে। আমরা সকলের পবিত্র আবেগের প্রতি সম্মান পোষণ করি। তাই তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণে নয়াসড়ক পয়েন্টকে মদনী চত্বর নামে চিহ্নিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এছাড়া নয়াসড়ক মসজিদকে নিয়েও আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। মুসল্লিদের অধিকতর সুবিধা প্রদান এবং মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করতে চাই। এতে মহান ধর্ম চর্চার স্মৃতিবাহী আরেকটি স্থাপনা নগরীতে যুক্ত হবে। এই ধারায় আমি সিলেট অঞ্চলে ইসলামী মূল্যবোধ ও সকল ধর্মের সহাবস্থানে জনণকে সচেতন রাখতে যারা ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বাহরুল উলুম মাওলানা মুশাহিদ আলী, আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী, মাওলানা ওয়ারিছ উদ্দিন হাজীপুরী, মাওলানা নূর উদ্দিন গহরপুরী সহ সকলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ,

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগরজীবনে বিভিন্ন অঙ্গণে সেবা দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দিন দিন খাত বাড়ছে। আমরাও সেবা কার্যক্রম প্রসারিত করতে সচেষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো আশানুরূপ হচ্ছে না। তবু অতীতের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন খাতে দান অনুদান যথারীতি চালু আছে। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দুঃস্থ শিল্পির সহায়তা প্রদান ব্যাহত হয়নি। রথ এবং হিন্দু ভাইদের বড় উৎসব পূজায় এবার আগের চেয়ে বেশি দান করা হয়েছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে এ বছর বাজেটে এ খাতে বাড়তি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খেলা ও সুস্থ বিনোদন তরুণ প্রজন্মকে নির্মল নির্দোষ তৎপরতায় উদ্দীপ্ত করার উত্তম মাধ্যম। আসন্ন বছরে এ

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করবো।

দান অনুদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা খাতেও আমাদের কার্যক্রম চালু রয়েছে। মা ও শিশুদের দশটি রোগের প্রতিষেধক টিকা দান, অন্ধত্ব নিবারণে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণে সপ্তাহ পালন, স্যানিটেশন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, হোটেল রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন,স্বাস্থ্য সনদ বিতরণ, জলাতংক রোগীদের ভ্যাকসিন প্রদান, অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য এইচ আই এম এস সিস্টেম চালু, জবাইকৃত পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভেজাল বিরোধী অভিযান, বিনোদিনী দাতব্য চিকিৎসালয়ে গরিবদের প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে এনজিও সীমান্তিক এরও পাঁচটি সেবা কেন্দ্র নগরীতে নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবায় রত আছে। পরিবেশ সংরক্ষণেও আমরা যথাসাধ্য কাজ করছি। আধুনিক জবাইখানা সহ আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমি সময় পেলে ইনশাআল্লাহ এখাতেও দর্শনীয় নজীর সৃষ্টি করবো।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমি বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। গত দু'টি বাজেটে আপনাদের সময় নেইনি। এবার আরেকটু বেশি সময় নিয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার ছিল। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে মনে করে সংক্ষিপ্ত করছি। আপনারা আমাকে নিয়ে ভেবেছেন, আমার অনুপস্থিতির সময় আমার সম্পর্কে কথা বলেছেন। আশা করি আগামীতেও আপনারা আমাকে মনে রাখবেন। হ্যাঁ, আমিও কথা দিচ্ছি নগরবাসীর জন্য আমার যা করণীয় সর্বাবস্থায় আমি তা-ই করবো। আমি বিশ্বাস করি, স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে সহকর্মীদের নিয়ে যা করবো তাতে আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাব। এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই এবারও বাজেট তৈরী করা হয়েছে। বাজেট তৈরীতে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব শান্তনু দত্ত সন্তু ও সদস্য জনাব সৈয়দ তৌফিকুল হাদী, জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস, বেগম জাহানারা খানম মিলন ও সদস্য সচিব হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আ.ন.ম. মনছুফ সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের স্বপ্ন সফল হোক, নগরীর উন্নয়ন নিশ্চিত, সমস্যা দূর হোক-এই আশা লালন করে মহান আল্লাহর রহমত কামনা করে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করছি।

সিলেট নগরীর সম্মানিত নাগরিকবৃন্দকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার সর্বমোট ৪৯৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা আয় ও সমপরিমাণ টাকা ব্যয় ধরে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে উল্লেখযোগ্য আয়ের খাত গুলো হলো হোল্ডিং টেক্স ৪৭ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তরের উপর কর ৮ কোটি টাকা, ইমারত নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণের উপর কর ২ দুই কোটি টাকা, পেশা ব্যবসার উপর কর ৮ কোটি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞাপনের উপর কর ১ কোট ৫ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন মার্কেটের দোকান গ্রহীতার নাম পরিবতনের ফি ও নবায়ন ফিস বাবদ ২০ লক্ষ টাকা, বাসটার্মিনাল ইজারা বাবদ আয় ৬৫ লক্ষ টাকা, খেয়াঘাট ইজারা বাবদ ২০ বিশ লক্ষ টাকা, সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি ভাড়া বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা, রাস্তাকাটার ক্ষতিপূরণ বাবদ আয় ২৫ লক্ষ টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে আয় ১ কোটি টাকা, পানির সংযোগ লাইনের মাসিক চার্জ বাবদ ২ কোটি ৮০ আশি লক্ষ টাকা, পানির লাইনের সংযোগ ও পুনঃসংযোগ ফিস বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা, নলকুপ স্থাপনের অনুমোদন ও নবায়ন ফি বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সম্মানীত নগরবাসী নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য বকেয়া পাওনা পরিশোধ করলে বাজেট বছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে সর্বমোট ৮৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা আয় হবে বলে আশা করছি।

সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) খাতে ২০ কোটি টাকা, সরকারী বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ১০ কোটি টাকা, অনান্য প্রকল্প মঞ্জুরী বাবদ ১ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ১০০ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর ১১-টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ৮০ কোটি টাকা, ভারতীয় অনুদানের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ২১ কোটি ৮৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য সরকারী

Scanned by CamScanner

রাজস্ব বাজেটের আওতায় অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প ২৯ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য সরকার কর্তৃক বেলারুশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী সরবরাহ খাতে ১০ কোটি টাকা, দক্ষিন সুরমায় জমি অধিগ্রহণ ও ট্রাক টার্মিণাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ৬ কোটি টাকা, দক্ষিন সুরমা পার্কে রাইড স্থাপন প্রকল্প ৩ কোটি টাকা, বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প ২ কোটি টাকা, নগরীর জলাবদ্ধতা হ্রাস করণ প্রকল্প ২ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেনশনের বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনান্য কাজে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০ কোটি টাকা, উৎপাদন নলকুপ স্থাপন ৩ কোটি টাকা, পাইপ লাইন স্থাপন ২ কোটি টাকা, ২৭-টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প ৩ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন খাতে ২ কোটি টাকা, এমজিএসপি প্রকল্প খাতে বরাদ্দ ৩ কোটি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ভুমিকম্প সহনীয় নগরী গড়া প্রকল্প ১ কোটি টাকা, নগরীর বস্তি সমুহের উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ৫০ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্প খাতে মার্কেট নির্মাণ বাবদ প্রাপ্ত সালামী ও বাগবাড়ী আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যায় গ্রহণ বাবদ মোট ১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

বাজেটে রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৪৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণ সংস্থাপন খাতে ২২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা, শিক্ষা ব্যয় খাতে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান খাতে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য ও প্রয়ঃপ্রণালী ব্যয় বাবদ ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ খাতে ব্যয় ১৫ লক্ষ টাকা, বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, মোকদ্দমা ফি ও পরিচালনা ফি বাবদ ব্যয় খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, জাতীয় দিবস উদযাপন ব্যয় খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি ব্যয় খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, মেয়র কাপ ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্ণামেন্ট ব্যয় বরাদ্দ ৫০ লক্ষ টাকা, রিলিফ/ জরুরী ত্রাণ ব্যয় বরাদ্দ ১৫ লক্ষ টাকা, আকস্মিক দূর্যোগ/ বিপর্যয় ব্যয় বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা, রাস্তা আলোকিত করন ব্যয় বরাদ্দ ৮০ লক্ষ টাকা, কার্যালয়/ ভবন ভাড়া বাবদ বরাদ্দ ৬০ লক্ষ টাকা, নিরাপত্তা/ সিকিউরিটি পুলিশিং ব্যয় খাতে ৩০ লক্ষ টাকা, অনান্য ব্যয় খাতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া পানি সরবরাহ শাখার সংস্থাপন ব্যয় সহ পানির লাইনের সংযোগ ব্যয়, পাম্প হাউজ, মেশিন, পাইপ লাইন মেরামত ও সংস্কার সহ সর্বমোট ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৮ আটত্তর হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাজেটে রাজস্ব খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বাবদ মোট ৩৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা মেরামত/সংস্কার, ব্রীজ/কালভার্ড নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ড মেরামত/ সংস্কার, ড্রেইন নির্মাণ/ মেরামত, সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়, সিটি কর্পোরেশনের ভবন নির্মাণ/মেরামত, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ষ্টাফ কোয়াটার নির্মাণ ও সংস্কার, ঢাকায় সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফ্ল্যাট ক্রয়, কসাই খানা নির্মাণ/ ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা উন্নয়ন, ধর্মীয় প্রতিষ্টান, মাজার, কবর স্থান/শশ্মান ঘাট/ঈদগাহ উন্নয়ন, সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষায় গ্যারেজ নির্মাণ, সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষণ-বেক্ষনে ওয়ার্কসপ নির্মাণ, হাট বাজার উন্নয়ন, বাসটার্মিণাল সংস্কার ও উন্নয়ন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাঠাগার নির্মাণ, নাগরিক নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন, গভীর নলকুপ স্থাপন, এমজিএসপি প্রকল্পের রক্ষনা-বেক্ষন কাজের নিজস্ব অর্থ ব্যয়, সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি জীপ গাড়ী ক্রয় সহ ইত্যাদি ব্যয় উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ব্যয় খাতে ২০ কোটি টাকা, সরকারী বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ১০ কোটি টাকা, অনান্য প্রকল্প মঞ্জুরী বাবদ ১ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ব্যয় ১০০ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর ১১-টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ৮০ কোটি টাকা, ভারতীয় অনুদানের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ব্যয় ২১ কোটি ৮৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য সরকারী রাজস্ব বাজেটের আওতায় অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প ২৯ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য সরকার কর্তৃক বেলারুশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী সরবরাহ ১০ কোটি টাকা, দক্ষিন সুরমায় জমি অধিগ্রহণ ও ট্রাক টার্মিণাল নির্মাণ প্রকল্প খাতে ব্যয় ৬ কোটি টাকা, দক্ষিন সুরমা পার্কে রাইড স্থাপন খাতে ৩ কোটি টাকা, বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প খাতে

Scanned by CamScanner

ব্যয় ২ কোটি টাকা, নগরীর জলাবদ্ধতা হ্রাস করণ প্রকল্প খাতে ব্যয় ২ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেনশনের বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনান্য কাজে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় ৫০ কোটি টাকা, উৎপাদন নলকুপ স্থাপন খাতে ব্যয় ৩ কোটি টাকা, পাইপ লাইন স্থাপন খাতে ব্যয় ২ কোটি টাকা, ২৭-টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প খাতে ব্যয় ৩ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন খাতে ব্যয় ২ কোটি টাকা, এমজিএসপি প্রকল্প খাতে ব্যয় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প খাতে ব্যয় ২ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ভুমিকম্প সহনীয় নগরী গড়া প্রকল্প খাতে ব্যয় ১ কোটি টাকা, নগরীর বস্তি সমুহের উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৫০ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্প খাতে মার্কেট নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যায় খাতে মোট ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

সম্মানিত সুধী ও সাংবাদিকবৃন্দ,

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮ এর বাজেট পেশ করলাম। আপনাদের সহেযাগিতা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী, সিলেটপ্রেমী ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের গর্ব এম সাইফুর রহমানের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, যা আমার জীবনের এক পরম পাওয়া। সেই সুবাদে তাঁর কাছ থেকে আমি রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে উন্নয়ন কাজে মনোনিবেশ করার বিষয়টি উপলব্ধি করেছি। সিটি কর্পোরেশনও দলমত নির্বিবেশে সকলের। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি এবং আমার সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছি। আমি মনে করি সিলেটকে আরও আধুনিক করে গড়ে তুলতে আমাদের রাজনৈতিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে হবে।

সবশেষে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাতে চাই, আগামী সপ্তাহেই আমি পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সপরিবারের সৌদি আরব যাত্রা করব। এজন্য আমি আপনাদের কাছে এবং আপনাদের মাধ্যমে সিলেটের সকল সম্মানিত নগরবাসী এবং দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই। মানুষের ভুলত্রুটি থাকবে-এটা চিরসত্য-এটাই বাস্তবতা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিগত দিনে চলার পথে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুলত্রুটি করে থাকি কিংবা মনের অজান্তে কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকি সেজন্য আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনে সিলেটবাসীর যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা কোনদিন ভুলব না। সিলেটবাসীর এই ভালোবাসা নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

আপনাদের মেয়র আরিফ আপনাদের সুখে-দুঃখে, কাজে কর্মে আমৃত্যু যাতে আপনাদের সাথে থাকতে পারি, আপনাদের কাছে আমি এই দোয়াটুকু চাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সুখী ও সমৃদ্ধ রাখুন।

আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে এতক্ষণ সময় দিয়েছেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

তারিখ : ১৭ আগস্ট ২০১৭

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner